সমকাল

তারিখ ... 12 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৬ ...

পাঠ্যবইয়ের ভুল নিয়ে দুই মন্ত্রণালয়ে টানাপড়েন

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রাথমিক স্তরের (প্রথম থেকে পঞ্চম) পাঠ্যবইয়ের ভুল-ত্রুটি নিয়ে সরকারের দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তীব্র নীরব টানাপড়েনের সৃষ্টি হয়েছে। চলতি ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রকাশিত এ স্তরের পাঠ্যবইয়ের ভুল নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করেছেন। এতে অংশ নেননি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গণশিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি 'দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে' বললেও তার মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রায় নীরব। জনসংযোগ কর্মকর্তা ছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের আর কোনো কর্মকর্তা এ সংবাদ সম্মেলনে আসেননি। প্রাথমিক মন্ত্রণালয় জানাচ্ছে, এনসিটিবির প্রাথমিক শাখায় তাদের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি না থাকায় পাঠ্যপুস্তকের ভুলের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানাচ্ছে, পাণ্ডুলিপি যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে ছাপা যায়নি, কারণ গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে তা দেরিতে জমা দেওয়া হয়েছিল।

এনসিটিবিতে সাত কর্মকর্তার শক্তিশালী সিন্ডিকেট

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের শিক্ষাক্রম (কারিকুলাম) ও বিষয়বস্তু (কনটেন্ট) ঠিক করে দেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর– যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান। এ পাঠ্যবই সম্পাদনা, পরিমার্জন ও ছাপানোর দায়িত্ব 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি)'– যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান। অভিযোগ রয়েছে, এনসিটিবির সাত কর্মকর্তার একটি সিন্ডিকেটের কারণে পাঠ্যবই মুদ্রণে অনিয়ম, দুর্নীতি ও পেশাদারিত্বের অভাব দেখা দিয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের কারিকুলাম তৈরি, পাঠ্যমুদ্রণ ও বইয়ের কর্তৃত্বে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থাকলেও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার দায়িত্বে শিক্ষামন্ত্রী কেন সংবাদ সম্মেলন করলেন?–এ প্রশ্ন করা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, 'প্রাথমিকের বইয়ের মালিক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবির) মাধ্যমে ছাপানো হয়। সরকারের এ সংস্থাটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন।'

পাঠ্যপুস্তকে ভুল ধরা পড়ার মধ্য দিয়ে সরকারের এ দুই মন্ত্রণালয়ের চরম দায়িত্বহীনতা ও সমন্বয়হীনতা সবার সামনে উঠে এসেছে। এ ঘটনায় দুই মন্ত্রণালয়ের দূরত্ব আরও বেড়েছে। এর আগে জেএসসি পরীক্ষার মাত্র ১০ দিন আগে তা অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অপারগতা জানালে এ দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ব্যাপক বিরোধ ঘটে। পরে শিক্ষামন্ত্রী সংবাদ সম্মেলন করে জেএসসি পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব নেন। প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় গত নভেম্বরে এই পরীক্ষা নেওয়ার দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর পড়েছিল।

নতুন পাঠ্যপুস্তকের ভুল-ত্রুটির দায়িত্ব প্রথমে কোনো মন্ত্রণালয়ই নিতে চায়নি। প্রাথমিক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, তারা কারিকুলাম তৈরি করে দেন বটে, তবে ছাপানোর পুরো দায়িত্ব এনসিটিবির। সেখানে কোন লাইন বাদ পড়ল, কোন শব্দ যুক্ত হলো বা বাদ পড়ল বা বানান ভুল হলো– এসবের পুরো দায়িত্বই এনসিটিবির। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভুল সংশোধন এবং পরিমার্জনের দায়িত্ব নেয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দখলে এনসিটিবির প্রাথমিক শাখা : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. গিয়াস উদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, 'প্রতি বছর এনসিটিবি যে পরিমাণ বই ছাপে তার প্রায় অর্ধেকই প্রাথমিকের। কিন্তু এনসিটিবিতে আমাদের বিষয়ের বিশেষজ্ঞ কেউ নেই।' তিনি বলেন, 'এনসিটিবির প্রাথমিক শাখার ২৪টি পদের মধ্যে ২০টিই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দখলে। আমাদের যোগ্য কর্মকর্তা থাকলেও শুধু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরোধিতার কারণে তারা সেখানে স্থান পান না। এ অবস্থায় ভুলের দায়ভার আমরা কেন নেব? তবে বইয়ের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

পাঠ্যবইয়ের ভুল নিয়ে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

যেসব ভুল ধরা পড়েছে, তাতে আমরা বিব্রত।'

এনসিটিবিতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেখানে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক দুটি সম্পাদনা শাখা রয়েছে। প্রাথমিক শাখার ২৪টি পদের মধ্যে প্রাথমিকের মাত্র চার কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাকি পদগুলো পূরণ করা হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে। গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক স্তরের বইয়ের সম্পাদনা করার জন্য কাউকে সুপারিশ করা হলেও তা গ্রহণ করা হয় না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তারা জানান, ঝিনাইদহের পিটিআই সুপার সালমা নার্গিস (বর্তমানে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পের উপ-পরিচালক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠ্যক্রমের উপরে ডক্টরেট করেছেন। তাকে এনসিটিবির প্রাথমিক শাখায় নিয়োগ দেওয়ার জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মতামত চাইলে তারা তা নাকচ করে দেয়। কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের পছন্দের অযোগ্য, দায়িত্বহীন কর্মকর্তাদের ঢাকায় থাকতে দেওয়ার জন্য এসব পদে নিযুক্ত রেখেছেন। এনসিটিবিতে প্রাথমিক মন্ত্রণালয় নিছক নিধিরাম সর্দার।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, এ বছর গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেরিতে পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছে। সময়ের স্বল্পতায় তারা তা যাচাই-বাছাই না করেই ছাপাখানায় পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন। পাণ্ডুলিপি দেরিতে জমা দেওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অতিরিক্ত সচিব গিয়াস উদ্দিন বলেন, 'প্রাথমিকের বই ছাপানোর সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও কিছু জটিলতা হয়েছে। এজন্য পাণ্ডুলিপি জমা দিতে একটু দেরি হয়েছে।'

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা গতকাল বুধবার কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'যা বলার শিক্ষামন্ত্রীই বলেছেন। আরও কিছু জানার থাকলে আপনি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

সাতজনের শক্তিশালী সিন্ডিকেট এনসিটিবিতে : একাধিক সূত্র জানায়, এনসিটিবিতে শক্ত একটা সিন্ডিকেট তৈরি হয়েছে। সাতজনের এই শক্তিশালী সিন্ডিকেট নেপথ্যে থেকে পরিচালনা করছে এনসিটিবিকে। দুর্নীতির শক্তিশালী ঘাঁটি গেড়ে বসেছে তারা। ফলে এনসিটিবির সকলের মূল নজর পাঠ্যবই মুদ্রণের টেন্ডার, কাগজ ক্রয় আর বাণিজ্যিক খাতগুলোর দিকে। শিক্ষাক্রমের বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত থাকছে। কাজের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও এই সিন্ডিকেটের আশীর্বাদে অনেক কর্মকর্তা বছরের পর বছর এখানেই নিযুক্ত রয়েছেন। শুধু ঢাকায় থাকতে চান বলে এনসিটিবিতে ওএসডি বা প্রেষণে কাজ করছেন এমন কর্মকর্তা ডজনখানেক। তাদের কোনো কাজ নেই, অথচ তারা পদ দখল করে রাখায় কাজে দক্ষ কর্মকর্তাদের এখানে পদায়ন হচ্ছে না। এবার বইয়ের ভুলের দায়ে প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ সরকার ও ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ লানা হুমায়রা খানকে ওএসডি ও আর্টিস্ট কাম ডিজাইনার সুজাউল আবেদিনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ না হলেও অধ্যাপক প্রীতিশ সরকার ও লানা হুমায়রা এখানে নিযুক্ত রয়েছেন। এমন আরও ডজনখানেক কর্মকর্তা আছেন, যাদের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও বহাল তবিয়তে ঢাকায় পোস্টিং পেয়েছেন।

খুঁটি শক্ত সাময়িক বরখাস্ত প্রীতিশ ও লানার : খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ সরকার অযোগ্যতা ও দুর্নীতির কারণে এর আগেও ওএসডি হয়েছেন। ২০১০ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের বেসরকারি কলেজ শাখার উপ-পরিচালক থাকা অবস্থায় তিনি আওয়ামী লীগ দলীয় একজন এমপির আত্মীয়ের কাছ থেকে এমপিওভুক্তির জন্য পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন। ওই এমপি প্রীতিশের বিরুদ্ধে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে ওএসডি করা হয়। তার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটিও হয়েছিল। তবে তদন্ত প্রতিবেদন আজও আলোর মুখ দেখেনি। ঢাকার বাইরের একটি কলেজে বদলি করা হলেও কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি আবারও এনসিটিবির ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঢাকায় চলে আসেন। তৎকালীন প্রধান সম্পাদক ড. আবদুল মান্নান অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেলে ২০১৩ সালে প্রীতিশ প্রধান সম্পাদক পদে আসীন হন। অন্যদিকে, লানা হুমায়রা আওয়ামী লীগ দলীয় একজন নেতার মেয়ে ও ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী। তাকে ঢাকায় রাখতে হবে, তাই পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে পদায়ন করা হয়েছে। যদিও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষজ্ঞের পদ।

পাঠ্যবইয়ের কারিকুলাম তৈরি, রচনা, সম্পাদনা, মুদ্রণ– এসব টেকনিক্যাল কাজের সঙ্গে অতীতে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও এমন বিভিন্ন কর্মকর্তাই দায়িত্ব পালন করছেন এখানে। তাই নির্ভুল পাঠ্যবই মুদ্রণের বিষয়টি বারবারই হোঁচট খাচ্ছে।